আমানতকারীর ছবি

DHAKA BANK LIMITED

মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাবের আবেদন পত্র
মাসিক কিস্তি ভিত্তিক

মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের ছবি (আমানতকারী কর্তৃক সত্যায়িত)

ব্যবস্থাপক
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড
ইসলামী ব্যাংকিং শাখা
.....

হিসাব নং

মুহ্তারাম

আস্সালামু আলাইকুম,

আমি আপনার শাখায় একটি মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে ইচ্ছুক। আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী.....

বৎসর মেয়াদী ৳:.....কথায়:..... টাকা মাসিক কিস্তি হারে এই হিসাবে জমা করার অঙ্গীকার করছি।

১. নাম (বাংলায়) :.....
   নাম (ইংরেজীতে) :.....
২. পিতার নাম :.....
৩. মাতার নাম :.....
৪. স্বামী/স্ত্রীর নাম :.....
৫. জাতীয়তা :..... ৬. পেশা:..... ৭. জন্ম তারিখ .....
৬. বর্তমান ঠিকানা (জিপ কোড সহ) :.....
৭. স্থায়ী ঠিকানা :.....
৮. স্থায়ী নির্দেশ : আমার হিসাব নম্বর..... থেকে প্রতি মাসে .....
টাকা করে আমার মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাবে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিচ্ছি।

আমি এই হিসাবের নমিনী হিসেবে নিম্নলিখিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ কে মনোনীত করলাম

নমিনী / নমিনী গণের নাম	ঠিকানা	বয়স	সম্পর্ক	অংশ (%)
১. নাম : পিতা/স্বামীর নাম : মাতার নাম :				
২. নাম : পিতা/স্বামীর নাম : মাতার নাম :				

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমি মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাবের আবেদনপত্রের অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিয়মাবলি সচেতন ভাবে পড়েছি এবং উল্লেখিত নিয়মকানুন সমূহ আমরা উভয় পক্ষ মেনে চলতে বাধ্য থাকব। আমি আবেদনকারী আরো প্রত্যয়ন করছি যে, আমার নামে এই ব্যাংকের অন্য কোনো শাখায় এই হিসাব খুলি নাই বা খুলব না। আমি হিসাবের মেয়াদ পূর্তিতে জমাকৃত অর্থ দিয়ে ..... সালে হজ্ব সম্পন্ন করবো ইনশাআল্লাহ।

মনোনীত ব্যক্তির নমুনা স্বাক্ষর ঃ ১. ২.

আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষর ঃ

আমানতকারীর স্বাক্ষর ঃ

ব্যবস্থাপক/অনুমোদিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব
গ্রাহকের কপি

DHAKA BANK LIMITED

হিসাব নং :

গ্রাহক আই ডি :

গ্রাহকের নাম :..... তারিখ :.....

ঠিকানা :.....

.....

মাসিক জমা: টাকা:.....শুরুর তারিখ:..... মেয়াদপূর্তির তারিখ:.....

মেয়াদ পূর্তিতে প্রদেয় টাকা:..... (প্রাক্কলিত) (কথায়):.....

অনুমোদিত স্বাক্ষর

অনুমোদিত স্বাক্ষর

মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয় প্রকল্প

প্রকল্পের সুবিধাভোগীর প্রকৃতি ঃ

এই প্রকল্পের অধীনে ১৮ বছর অথবা তদূর্ধ্ব বয়সী উপার্জনক্ষম বাংলাদেশী যে কোন নাগরিক নিজ নামে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড-এর যে কোনো ইসলামী ব্যাংকিং শাখায় ১টি হিসাব খুলতে পারবেন।

হিসাব পরিচালনার পদ্ধতি ঃ

- ইসলামী শরীয়াহ্‌র মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে এই হিসাবে অর্থ জমা নেয়া হয়।
- এই হিসাব খোলার জন্য আবেদনকারীর ১ কপি ও মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের ১ কপি ছবি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- হজ্ব হিসাবে টাকা উত্তোলন অনুমোদিত নয় বিধায় এই হিসাবের জন্য গ্রাহককে কোন চেক বই দেওয়া হবে না।
- মাসিক কিস্তি ও মেয়াদভেদে মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব খোলার মেয়াদ গ্রাহকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
- প্রতিটি হিসাবের জন্য পৃথক পৃথক হিসাব সংরক্ষন করা হবে।
- হিসাবধারীর ঠিকানার কোনো পরিবর্তন হলে তা সাথে সাথে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় জানাতে হবে।
- এই হিসাবে আমানতের উপর মুনাফা বন্টনের জন্য ১.১০ওয়েটেজ দেওয়া হবে।
- জমাদানকারী যদি নির্দিষ্ট সালের আগে হজ্ব করতে ইচ্ছুক হন তাহলে তিনি জমাকৃত অর্থের মুনাফাসহ সাথে অতিরিক্ত অর্থ জমা দিয়ে হজ্ব করতে পারবেন।
- জমাদনকারী যদি কোনো কারণে হজ্ব করতে ইচ্ছুক না হন তাহলে তাকে জমাকৃত অর্থের মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানতের মুনাফার হারে মুনাফাসহ সমুদয় অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।
- নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে হজের খরচ যদি হিসাবে মুনাফাসহ জমাকৃত অর্থের বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে জমাদানকারীকে বাকী অর্থ দিয়ে হজ্ব সম্পন্ন করতে হবে। আর যদি খরচ কম হয় তবে অতিরিক্ত অর্থ জমাদানকারীকে ফেরত দেওয়া হবে।
- ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড-এর সকল কর্মকর্তাবৃন্দও নিজ নামে একটি করে এই হিসাব খুলতে পারবেন।
- বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম মোতাবেক সকল প্রকার চার্জ কর্তন করা হবে।

মাসিক কিস্তির হার ঃ

মুদরাবা হজ্ব হিসাবের প্রাক্কলিত মুনাফার হার ৬% হিসেবে ম্যাচুরিটি গ্রিড

প্রোডাক্ট কোড	মুনাফার হার	মাসিক কিস্তি পরিমাণ	মেয়াদ শেষে প্রদেয়	মেয়াদ	
				মাস	বছর
২৯৫	৬	৩০,০০০	৩৭১৯০৭.৬০	১২	১
২৯৫	৬	১৮,০০০	৪৫৯৯১০.৫৮	২৪	২
২৯৫	৬	১১,০০০	৪৩৪৫৪৮.৮০	৩৬	৩
২৯৫	৬	৮,০০০	৪৩৪৫২২.০০	৪৮	৪
২৯৫	৬	৭,০০০	৪৯০১৩১.১১	৬০	৫
২৯৫	৬	৬,০০০	৫২০০৬৬.৩৩	৭২	৬
২৯৫	৬	৫,০০০	৫২১৭৫০.৬৬	৮৪	৭
২৯৫	৬	৪,০০০	৪৯২৪৬৭.৩১	৯৬	৮
২৯৫	৬	৩,৬০০	৫১৪৮১৯.৫৫	১০৮	৯
২৯৫	৬	৩,২০০	৫২৫১৩৪.২৩	১২০	১০
২৯৫	৬	৩,০০০	৫৫৯৪৬০.৯৬	১৩২	১১
২৯৫	৬	২,৭০০	৫৬৭৭১৩.৮৭	১৪৪	১২

মেয়াদ ঃ ১-১২ বৎসর

কিস্তি প্রদানের পদ্ধতি ঃ

- প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে কিস্তি প্রদেয় হবে অণ্যথায় তা খেলাপী কিস্তি হিসাবে গণ্য হবে।
- ১০ তারিখ ছুটির দিন হলে পরবর্তী কর্মদিবসে কিস্তি জমা করা যাবে।
- কিস্তির টাকা চেকের মাধ্যমেও জমা করা যাবে। চেকে জমাদনের ক্ষেত্রে চেক ক্লিয়ারেন্সের তারিখ প্রকৃত জমাদানের তারিখ হিসাবে গণ্য করা হবে।
- আমানতকারী আল ওয়াদিয়া/মুদারাবা জমা হিসাব থেকে স্থায়ী নির্দেশের (স্ট্যান্ডিং ইন্সট্রাকশন) মাধ্যমে তাঁর হজ্ব সঞ্চয়ী স্কিমে কিস্তির টাকা পরিশোধ করবেন। উক্ত লেনদেনের জন্য সংশ্লিষ্ট হিসাব চার্জ/কমিশন মুক্ত থাকবে।
- আমানতকারী কোনো কিস্তি বা পরপর দুটি কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী কিস্তির সাথে তা পরিশোধ করতে পারবেন। তবে এরুপ প্রত্যেক খেলাপী কিস্তি জমার সাথে গ্রাহককে ৫০ টাকা জরিমানা প্রদান করতে হবে।

হিসাব খোলার সীমাবদ্ধতা ঃ

- এই স্কীমের আওতায় যৌথ হিসাব খোলা যাবে না।
- হিসাবের অংক ও মেয়াদ পরিবর্তন করা যাবে না।

হিসাব বন্ধের কারনসমূহ ঃ

- আমানাতকারীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাবটি বন্ধ হয়ে যাবে।
- যদি আমানতকারী ১ বৎসর পূর্তির পূর্বে পরপর ৩টি কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হন।
- যদি আমানতকারী বৎসরে ২ বার এবং প্রকল্প মেয়াদে ৫ বার কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হন।

মেয়াদান্তে টাকা পরিশোধের পদ্ধতি ঃ

- হিসাবে রক্ষিত অর্থ (মুনাফাসহ) আমানতকারীর নির্দেশে নির্দিষ্ট হজ্ব এজেন্সিকে প্রদান করা হবে।
- হিসাব বন্ধের নিয়মে উল্লেখিত যে কোনো কারণে এই হিসাব বন্ধ হয়ে গেলে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদেয় মুনাফাসহ সমুদয় অর্থ জমাদানকারী/নমিণীকে প্রদান করা হবে।
- হিসাব খোলার ৬ মাসের মধ্যে যে কোনো কারণে হিসাব বন্ধ হয়ে গেলে কোনো মুনাফা প্রদান করা হবে না।
- হিসাব খোলার ৬ মাস পর এবং মেয়াদের পূর্বে যদি কোনো হিসাব বন্ধ হয়ে যায় তবে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদেয় হারে মুনাফাসহ জমাদানকারীকে প্রদান করা হবে।

আমানতকারীর মৃত্যুর পর লেনদেন নিষ্পত্তি ঃ

- হিসাব খোলার আবেদনপত্রে উল্লেখিত মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ হিসাবে জমাকৃত সমুদয় অর্থ গ্রাহকের প্রকৃত ওয়ারিশগনের মধ্যে প্রাপ্য হিস্যা অনুযায়ী বন্টনের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁকে আমানতকারীর মৃত্যুর সনদপত্র, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ার‌্যান বা সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলরের দেওয়া সনাক্তকরণ পত্র এবং আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাকসেশন সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। মনোনীত ব্যক্তির নাম ও স্বাক্ষর যদি আবেদনপত্রে থাকে তাহলে স্বাক্ষর সনাক্তকরণের মাধ্যমে জমাকৃত টাকা পরিশোধ করা হবে।
- হিসাব খোলার আবেদনপত্রে মনোনীত ব্যক্তির নাম না থাকলে জমাদানকারীর মৃত্যুর সনদপত্র এবং উপযুক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাকসেশন সার্টিফিকেটের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীগণকে এবং উত্তরাধিকারী নাবালক হলে একই পদ্ধতিতে প্রদত্ত সাকসেশন সার্টিফিকেট ও আইনগত অভিভাবক কর্তৃক আবেদনের মাধ্যমে হিসাবে রক্ষিত অর্থ পাবেন।

অন্যান্য ঃ

- ভবিষ্যতে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ব্যাংক এ প্রকল্পে যে কোনো পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন/সংযোজন করতে পারবে।
- প্রকল্প সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ব্যাপারে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।